চতুর্দশ অধ্যায়

কারো দোহাই দেয়া প্রসঙ্গে ঃ

বেহেস্তি জওরঃ

کسی کی دوہائ دینا (شرك ہے)

"কারো দোহাই দেয়া শিরক"। (প্রথম খন্ড-৩৯ পৃষ্ঠা)

ইসলাহ বা ভ্রম সংশোধন ঃ

দোহাই বলা হয় - কারো আশ্রয় চাওয়া, কারো উছিলা দেয়া, বিপদে কারো সাহায্য প্রার্থনা করা। এটা শরীয়তী বিধান মতে জায়েজ। এটা কিছুতেই শিরক হতে পারে না এবং দোহাই প্রার্থী ব্যক্তিও মুশরিক হবেনা। আল্লাহ ছাড়া অন্যের দোহাই দেয়ার প্রমান সাহাবায়ে কেরাম হতেই পাওয়া যায়। দলীলাদি নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১ নং দলীল ঃ

মুসলিম শরীফে হজরত আবু মাসউদী বদরী (রাঃ) হতে বর্নিতঃ

তিনি (বদরী) তাঁর ক্রীতদাসকে শাস্তি প্রদান করছিলেন। ক্রীতদাসটি আউজু বিল্লাহ বলে আল্লাহর দোহাই দিচ্ছিলেন। কিন্তু হজরত আবু মাসউদী বদরী (রাঃ) তবুও মারপিট বন্ধ করেননি। অতঃপর গোলামটি বলে উঠলোঃ

أَعُوْذُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرَكَهُ *

অর্থ ঃ গোলামটি তখন বলে উঠলো- আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর পানাহ চাচ্ছি- তাঁর দোহাই দিচ্ছি। একথা শুনেই হজরত আবু মাসউদী (রাঃ) তাঁকে ছেড়ে দিলেন"। - মুসলিম শরীফ। আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের দোহাই হারাম ও শিরক হলে ক্রীতদাস ঐরূপ বলতেন না।

২নং দলীলঃ

ইমাম বোখারীর দাদা ওস্তাদ আল্লামা আবদুর রাজজাক তাঁর মোসান্নাফ গ্রন্থে হজরত হাসান বসরী (রাঃ) হতে উপরে ১নং উল্লেখিত মর্মে বর্ণিত অন্য এক হাদীসে বলেনঃ "এক ব্যাক্তি আপন গোলামকে মারতেছিলেন। গোলামটি আল্লাহর দোহাই দেয়া সত্বেও মনিব মার বন্ধ করেননি। এমন সময় সে পথ দিয়ে মজলুমের আশ্রয় রহমাতুল্লিল আলামীন হুজুর (দঃ) যাচ্ছিলেন। নবীজিকে দেখে গোলামটি বলে উঠলোঃ

أَعُوْذُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ

www.sunnibarta.com

অর্থাৎ আমি আল্লাহর রাসুলের দোহাই দিচ্ছি- আমি তাঁর পানাহ চাচ্ছি। অতঃপর মনিব ব্যক্তি হাতের অস্ত্র ফেলে দিলেন এবং গোলামকে ছেড়ে দিলেন। আরবী এবারতটি হচ্ছে -

فَالْقٰى مَا كَانَ فِىْ يَدِهٖ وَخَلّٰى عَنْ عَبْدِهٖ *

অর্থঃ "ঐ মনিব রাসুলের দোহাই শুনে হাতের অস্ত্র ফেলে দিল এবং গোলামকে ছেড়ে দিল"।

দেখুন! নবী করিম (দঃ) ঐ গোলামকে নিজের দোহাই দিতে দেখেও নিষেধ করেননি। মনিবকেও তিনি কাফের বলেননি এবং গোলামকেও দোহাই দেয়ার কারণে মুশরিক বলেননি এবং নিজের নামে দোহাই দেয়াকেও শিরক বলেন নি। আল্লাহর দোহাই -এর প্রতি মনিবের ভ্রূক্ষেপ না করা গোলামের মারধর চালু রাখা এবং নবীর দোহাই শুনামাত্র মারধর বন্ধ করে দেয়া -কোনটার প্রতিই নবী করিম তাঁকে তিরস্কার না করার কারণ হচ্ছে- রাসুলের দোহাই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই দোহাই বলে বিবেচিত।

৩নং দলীলঃ

জোবাইর ইবনে বাক্কার হজরত হারিছ ইবনে আউফ (রাঃ) থেকে বনর্না করেছেন। তিনি নবী করিম (দঃ) কে লক্ষ্য করে বলেছিলেনঃ

يَامُحَمَّدُ اِنِّى عَائِذٌ بِكَ *

"হে প্রিয় মুহাম্মদ রাসুল! আমি আপনার পানাহ্ চাই আপনার দোহাই দেই"।

www.sunnibarta.com

৪ নং দলীল ঃ

এক মিশরীয় ব্যক্তি হজরত ওমর (রাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে জুলুমের বিরুদ্ধে এভাবে আশ্রয় ও সাহায্য প্রার্থনা করেনঃ

يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنِّى عَائِذٌ بِكَ مِنَ الظُّلْمِ *

অর্থঃ "হে আমিরুল মোমেনীন! আমি অত্যাচার হতে আপনার কাছে পানাহ্ চাই"।

এর জবাবে হযরত ওমর (রাঃ) বলেছিলেন ঃ عُذْتَ مُعَاذًا

অর্থাৎ "তুমি উপযুক্ত স্থানেই পানাহ চেয়েছো"।

৫ নং দলীল ঃ

ইবনে আবদুল হাকীম, হাকেম, বায়হাকী, ইবনে খোজায়মা প্রমুখ হাদিস বিশারদগন হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ননা করেছেন যে, এক বৎসর মদিনা শরীফে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে হযরত ওমর (রাঃ) তৎকালীন বসরার শাসনকর্তা হযরত আমর ইবনে আছ (রাঃ) এর নিকট এ মর্মে ফরমান প্রেরণ করেনঃ

www.sunnibarta.com

"اَمَّابَعْدُ فَلَعُمْرِیْ یَاعُمَرُو مَاتُبَالِیْ اِذَا شَبِعْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ اَنْ اَهْلِكَ اَنَا وَمَنْ مَّعِیْ فَیَاغَوْثَاهُ ثُمَّ یَا غَوْثَاهُ یَرُدُّ قَوْلَهٗ

অর্থঃ সালাম বাদ সমাচার এই- হে আমর! আমার জীবনের শপথ (দোহাই) দিয়ে বলছি- তুমি এবং তোমার এলাকার লোকেরা ধনবান বিত্তশালী হয়ে আরামে দিন যাপন করছো । আর আমি ও আমার এলাকাবাসী না খেয়ে হালাক হয়ে যাচ্ছি- এতে তোমার কোনই পরওয়া নেই। দোহাই দিয়ে বলছি- আমাদের ফরিয়াদ শোন, পুনরায় আমাদের ফরিয়াদ শোন, আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আস"। একথাটা তিনি বার বার উচ্চারণ করেন।

সতর্কবানীঃ থানবী সাহেব ফতোয়ায় বলেছেন যে,"কারো নামের শপথ করলে বা মাথার কসম দিলে শিরক হবে। খোদা ছাড়া অন্য কারো শপথ করা গুনাহ"। কিন্তু হযরত ওমরের উপরোক্ত বাক্যের দ্বারা থানবী সাহেবের ফতোয়া বাতিল প্রমানিত হলো। কেননা, হযরত ওমর فَلَعُمْرِیْ বলে নিজের জীবনের শপথ করেছেন। খোদা ছাড়া অন্য কিছুর শপথ যদি শিরক হয় তাহলে বলতে হয়, (নাউজুবিল্লাহ) নবীজীর দ্বিতীয় খলিফা শিরক করেছেন। (লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম)। এখন থানবী সাহেবই বলুন, হযরত ওমরের(রাঃ) নিজের জীবনের শপথ করার শরিয়তী বিধান কি? হযরত আবু বকর(রাঃ), হযরত আয়েশা সিদ্দিকা(রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম থেকে পিতার কসম, জীবনের কসম সম্পর্কে অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। ঐগুলোর হুকুম কি হবে? থানবী সাহেব দয়া করে বলবেন কি?

বস্তুতঃ কোন কথার গুরুত্ব (تَوْثِیْق وَتَاکِیْد) প্রদানের জন্য যে শপথ ও দোহাই দেয়া হয়, তা শরীয়ত মতে জায়েজ। আর বেহুদা কাজে বা কথায় কথায় কারো শপথ করা কিংবা কারো তাজীমার্থে তাঁর নামে শপথ করা শরীয়তে নিষিদ্ধ। নিষেধের কারণও এটিই। ইহার উপরই ফতোয়া। নিয়তের ওপরই ফতোয়া হবে। কথার ওপর জোর দেয়া উদ্দেশ্য হলে অন্যের কসম জায়েজ, আর সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে হলে নাজায়েজ হবে। গড়ে হারাম বা শিরক হবে না।

১নং প্রমাণঃ

খাজানাতুর রিওয়ায়াত গ্রন্থে কারো পায়ের নীচের মাটির শপথ করার শরীয়তি বিধান সম্পর্কে উল্লেখ আছে ঃ

اگر کسے بخاك پائے فلاں سوگند خورد بعضے گفته اند کافر شود واز ابی یوسف رحمة الله علیه آمده که کافر نشود واصح اینست *

www.sunnibarta.com

অর্থঃ "যদি কেউ কোন ব্যক্তির পায়ের নীচের মাটির শপথ করে, তাহলে কারো কারো মতে ঐ ব্যক্তি কাফের হবে। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) (হানাফী মজহাবের ইমাম আবু হানিফা(রহঃ)-এর প্রধান শাগরিদ) বলেন– ঐ ব্যক্তি কাফের হবেনা। এই মতটিই বিশুদ্ধতম"। (খাজানাতুর রিওয়ায়াত)।

পাঠকবর্গ লক্ষ্য করুন–ইমাম আবু ইউসুফের মতে কারো পায়ের নীচের মাটির শপথ করার মধ্যে প্রকাশ্যে গাইরুল্লাহর সম্মান প্রদর্শন সত্বেও কুফরী হয়না। আর যেখানে অন্য কোন বস্তু বা ব্যক্তির নামে শপথ করার মধ্যে শুধু কথার বিশ্বস্ততা ও গ্রহণযোগ্যতাই উদ্দেশ্য হয়, তা কি করে কুফরী হবে? ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর ফতোয়ার মোকাবেলায় থানবী সাহেবের কি মূল্য?

২নং প্রমাণঃ

দোররুল মোখতার কিতাবে উল্লেখ আছেঃ

هَلْ يُكْرَهُ الْحَلَفُ لِغَيْرِ اللّٰهِ قِيْلَ نَعَمْ وَعَامَّتُهُمْ لَا وَبِهِ اَفْتَوْا لَاسِيَّمَا فِىْ زَمَانِنَا وَحَمَلُوْا النَّهْىَ عَلَى الْحَلَفِ لِغَيْرِ اللّٰهِ لَا عَلٰى وَجْهِ الْوَثِيْقَةِ كَقَوْلِهِمْ بِاَبِيْكَ وَلَعُمْرِىْ *

অর্থঃ "আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা মাকরূহ হবে কিনা? এই প্রশ্নের জবাবে কেউ কেউ বলেছেন–মাকরূহ হবে। কিন্তু অধিকাংশ মুফতী ও ইমামগণই বলেছেন–না, মাকরূহ হবে না। এ কথার উপরই ফতোয়া হয়েছে। বিশেষতঃ আমাদের এই শেষ যুগের পরিবেশের প্রেক্ষাপটে মাকরূহ হবে না। আর আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করার যে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা হাদীসে উল্লেখ আছে– তার ক্ষেত্র হলো শুধু বেহুদা কথায় ও কাজে এরূপ শপথ করা। কিন্তু বিশ্বস্ততা প্রমাণের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ বা মাকরূহ হবে না। যেমন কেউ বললো– 'তোমার বাপের কসম', বা 'আমার জীবনের কসম' করে বলছি। এখানে পিতা বা নিজের জীবনের তাজীম বা সম্মান উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে- কথার উপর জোর দেওয়া ও বিশ্বাস জন্মানো।

৩নং প্রমাণঃ

গায়রুল্লাহর নামে শপথ করা সম্পর্কে দোররে মোখতার গ্রন্থে লিখিত আছেঃ

وَهَلْ يُكْرَهُ الْحَلَفُ لِغَيْرِ اللّٰهِ قِيْلَ نَعَمْ وَعَامَّتُهُمْ لَا وَبِهِ اَفْتَوْا لَا سِيَّمَا فِىْ زَمَانِنَا وَحَمَلُوْا النَّهْىَ عَلَى الْحَلَفِ لِغَيْرِ اللّٰهِ لَا عَلٰى وَجْهِ الْوَثِيْقَةِ كَقَوْلِهِمْ بِاَبِيْكَ وَلَعُمْرِىْ *

www.sunnibarta.com

অর্থঃ গায়রুল্লাহর নামে শপথ বা কসম করা কি মাক্‌রূহ? এই প্রশ্নের জবাবে কেউ কেউ এরূপ করা মাক্‌রূহ বলেছেন। কিন্তু অধিকাংশ মুফতিগণই বলেছেন যে, মাক্‌রূহ হবে না এবং এটার উপরই ফতোয়া দেয়া হয়। বিশেষ করে আমাদের যুগের পরিবেশের কারণে এরূপ ফতোয়া হবে। গায়রুল্লাহর নামে শপথ করার মধ্যে যদি কথার গুরুত্ব আরোপ ও বিশ্বাস স্থাপন উদ্দেশ্য না হয় বরং এমনিতেই অভ্যাস বশতঃ পিতার বা নিজের জীবনের শপথ করে-তাহলে এক্ষেত্রেই কেবল নিষিদ্ধ হবে। (পুনরাবৃত্তি)

আল্লামা হাশমত আলী রেজভী(রহঃ) বলেনঃ শপথ করার উদ্দেশ্যই হচ্ছে কথার উপর গুরুত্ব আরোপ করা এবং বিশ্বস স্থাপন করানো। সুতরাং পিতা-মাতা, নিজের, এমনকি যে কোন বস্তুর শপথ করাই জায়েজ। সাহাবায়ে কেরাম ও আকাবেরে দ্বীন ব্যক্তিবর্গ হতে এমন শপথের প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা আল্লাহর কাছে ধর্মের মধ্যে নিকৃষ্ট বিদআত সৃষ্টিকারীদের থেকে পানাহ্ চাই। ভুল ব্যাখ্যাকারীর ধোকা থেকেও খোদার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

www.sunnibarta.com

www.sunnibarta.com